"সত্যতার ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা আর লক্ষণ হলো - আচার-আচরণ এবং চেহারায় দিব্যতা''

আজ সত্য-বাবা, সত্য-শিক্ষক, সদ্গুরু চতুর্দিকের সত্যতার শক্তিস্বরূপ আপন বাচ্চাদের দেখছেন। সত্যতার ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা। তাছাড়া, সত্যতার প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ চেহারায় এবং আচার-আচরণে দিব্যতা থাকবে। দুনিয়াতেও অনেক আত্মা নিজেদের সত্যবাদী বলে বা সেরকমই মনে করে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যতা পবিত্রতার আধারে হয়ে থাকে। পবিত্রতা যদি না থাকে তবে সত্যতা সদা থাকতে পারে না। তাহলে, তোমাদের সকলের ফাউন্ডেশন কী? পবিত্রতা। সুতরাং পবিত্রতার আধারে সত্যতার স্বরূপ আপনা থেকেই হয় এবং সদা সহজ হয়। সত্যতা কেবল সত্য বলা, যথার্থ করাকেই বলে না, সবচাইতে প্রথম সত্য কিন্তু যার দ্বারা তোমার পবিত্রতার কিংবা সত্যতার শক্তি এসেছে, সুতরাং প্রথম বিষয় হলো নিজের সত্য স্বরূপকে জানা, আমি আত্মা – এই সত্য স্বরূপ প্রথমে তোমাদের জানা ছিল না। প্রথম সত্য কিন্তু নিজের স্বরূপকে জানা। আমি অমুক, বডির হিসাবে এটা সত্য স্বরূপ ছিল? সত্য স্বরূপ হলো প্রথমে স্ব-এর স্বরূপ আর তারপরে বাবার সত্য পরিচয় জানা। ভালো করে নিজের সত্য স্বরূপ আর বাবার সত্য পরিচয় জেনে নিয়েছো? তৃতীয় বিষয় – এই সৃষ্টি চক্রকেও সত্য স্বরূপের দ্বারা জানা। এই চক্র কি আর এতে আমার পার্ট কি! তাহলে, নিজের পার্ট ভালো করে স্পষ্টরূপে জেনে নিয়েছ? তো তোমার পার্ট ভালো রয়েছে, তাই না? সঙ্গমযুগের পার্ট সবচাইতে ভালো বলবে। কিন্তু সম্পূর্ণ চক্রে বিশ্বের আত্মাদের থেকে তোমরা সব দেব আত্মার পার্টও শ্রেষ্ঠ। হতে পারে ধর্ম আত্মারা, মহান আত্মারা পার্ট প্লে করে কিন্তু তারা আত্মা এবং শরীর উভয়তঃ পবিত্র নয়। আর তোমরা দেব আত্মারা শরীর এবং আত্মা উভয়তঃ পবিত্র, যা সারা কল্পে আর কোনো আত্মা এরকম নেই। তাইতো তোমরা আত্মারা ব্যতীত পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ ফাউন্ডেশন অন্য কোনও আত্মার নেই। দেব আত্মার পার্ট তোমাদের স্মরণে আছে? পাণ্ডবদের স্মরণে আছে? দেব আত্মার পবিত্রতা ন্যাচারাল রূপে থেকেছে। মহান আত্মারা, আত্মাদের পবিত্র বানায় কিন্তু অনেক পুরুষার্থের আধারে, তা' ন্যাচারাল নয়। না ন্যাচারাল, না নেচার রূপে। আর অর্ধেক কল্প তোমাদের পবিত্রতার জীবন ন্যাচারালও আর নেচারও। ওখানে কোনো পুরুষার্থ থাকে না। এখানের পুরুষার্থ ওখানে ন্যাচারাল হয়ে যায়। কেননা, ওখানে অপবিত্রতার লেশমাত্র নেই, জানাই নেই যে অপবিত্রতাও হয়! সেইজন্য তোমাদের পবিত্রতার প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ দেবতা অর্থাৎ দিব্যতার। এই সময় দুনিয়ার লোকে যতই নিজেকে সত্যবান মনে করুক না কেন, কিন্তু স্ব-এর স্বরূপের সত্যতাই জানে না। বাবার সত্য পরিচয়ই জানে না। সুতরাং সম্পূর্ণ সত্য স্বরূপ বলা যাবে না। তোমাদের মধ্যেও সত্যতার শক্তি সদা তখনই থাকবে যখন নিজের এবং বাবার সত্য স্বরূপের স্মৃতি থাকবে, তখন আপনা থেকেই সব সঙ্কল্পও তোমাদের সত্য হবে। এখন, তোমরা কখনো ভুলেও যাও, বডি কন্সাস হয়ে যাও, তখন তোমাদের সঙ্কল্প সদা যে সত্যতার শক্তি অথবা পবিত্রতার শক্তিতে ভরপুর থাকবে তা' সদা হয় না। সদা থাকে নাকি ব্যর্থও থাকে? তবে কী ব্যর্থকে সত্য বলবে? মিথ্যা তো বলোইনি তাহলে সত্য কেন নয়? যদি কেউ এটা ভেবে বসে যে, আমি কখনও মিথ্যা বলি না, সদা সত্য বলি - সত্যতার পরখ কিন্তু সঙ্কল্প, বোল, কর্ম, সম্বন্ধ-সম্পর্ক সবকিছুতে দিব্যতার অনুভব হবে। সত্য বলছে, কিন্তু দিব্যতা নেই, তোমরা দেখো তো না - অনেকে বারবার বলবে আমি সত্যি বলি, আমি সত্যি বলি। আমি সদা একেবারে ঠিক, কিন্তু বোলে, কর্মে যদি দিব্যতা না থাকে তবে তোমার সত্যি, অন্যদের সত্যি মনে হবে না। তারা এটাই ভাববে এ' নিজেকে খাঁটি প্রমাণ করছে, কিন্তু বোধ হচ্ছে না এ' যথার্থ। সত্যকে প্রমাণ করার জন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নেই। যদি তুমি জেদের বশে সত্যকে প্রমাণ করতে চাও তবে সেই দিব্যতা দেখা যাবে না। এটা মামুলি ধরন, যা দুনিয়াতেও করে থাকে। তাছাড়া, বাপদাদা একটা স্লোগানে সত্যের লক্ষণ বলেন - সাকার বাবার দ্বারাও তোমরা শুনেছো যে, সত্য হবে তা' কীভাবে প্রতীয়মান হবে! যেখানে সত্য থাকবে আত্মা নৃত্য করবে সেখানে । সদা খুশিতে নাচতে থাকবে। যখন জেদ বশতঃ প্রমাণ করতে চেষ্টা করে, তখন নিজের কিংবা অন্যের চেহারা নোট করবে তো সেটা খুশির হলেও কিছুটা ভাবনার আর কিছুটা উদাসীনতার হবে। নাচের হবে না। যেখানে সত্যতা সেখানে মন খুশিতে নেচে ওঠে, নির্মলচিত্ত খুশিতে নাচে। তাইতো, মন খুশীতে থাকলে জীবনে দিন হোক বা রাত সবই ভালো লাগে। আর সত্যের সঙ্গে সামান্যতম অসত্য যদি মিক্স থাকে তবে সেই সময় জীবন এতটা ভালোও লাগে না। সুতরাং সত্যতার অর্থই হলো সত্য স্বরূপে স্থিত হয়ে, হয় সঙ্কল্প বা বোল অথবা কর্ম করা।

আজকাল দুনিয়ার লোকে তো পরিষ্কার বলে যে, আজকাল সত্যনিষ্ঠ লোকেদের চলাই কঠিন, মিথ্যা বলতেই হবে। কিন্তু অনেক সময়ই অনেক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণ আত্মারাও মুখে বলে না কিন্তু ভিতরে তারা বোঝে যে কোথাও কোথাও চতুর হয়ে চলতে হয় । সেটাকে মিথ্যা বলে না, বরং চতুরতা বলে। তাহলে, চতুরতা কী? এটা তো করতেই হয়! তো তারা

স্পষ্টতঃ বলে আর ব্রাহ্মণ রয়্যাল ভাষায় বলে। তারপরে আবার বলে, আমার ভাব এমন ছিল না, না ভাবনা ছিল, না ভাব ছিল, কিন্তু করতেই হয়, সাথে চলতেই হয়। কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো, তিনিও সাকার রূপেই ছিলেন, তাই না! নিরাকারের বিষয়ে তো তোমরাও মনে করে থাকো যে শিব বাবা তো নিরাকার, উপরে সানন্দে বসে আছেন, নিচে এলে তবে তো জানতে পারতেন! কিন্তু ব্রহ্মা বাবা তো সাকার স্বরূপে তোমাদের সাথেই থেকেছেন, স্টুডেন্টও ছিলেন এবং সত্যতা ও পবিত্রতার জন্য কত অপজিশন (প্রতিরোধ) হয়েছে, তবুও কি চালাকির সাথে চলেছেন? লোকে কত পরামর্শ দিয়েছে যে, আপনি সোজাসুজি এভাবে বলবেন না যে, পবিত্র থাকতেই হবে, বরং এটা বলুন যে অল্পস্বল্প থাকো। কিন্তু ব্রহ্মা বাবা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছেন? সত্যতার শক্তি ধারণ করতে সহনশক্তিরও আবশ্যকতা রয়েছে। সহন করতে হয়, নতি স্বীকার করতে হয়, হার মানতে হয় কিন্তু সেটা হার নয়, সেই সময়ের জন্য হার মনে হয় কিন্তু হয় সদাকালের বিজয়।

সত্যতার শক্তিতে আজ ডায়মন্ড জুবিলী উদযাপন করছো তোমরা। যদি পবিত্রতা আর সত্যতা না থাকত তাহলে তোমাদের চেহারায়, আচরণে আগতদের আজ যে দিব্যতা অনুভব হয়েছে তা' হতো না। এমনকি, যদি পদাতিকও হয়, নম্বরক্রম তো আছেই না! যদি মহারথীও হয়, তবে নামে মহারথী নয়, বরং সত্যিকারের যারা মহারথী অর্থাৎ সত্যতার শক্তিতে চলা মহারথী। যারা পরিস্থিতি দেখে সত্যতা থেকে সামান্য একটুও দূরে সরে যায় এবং বলে আর কিছু করিনি শুধু দু'একটা কথা উপর-উপর বলে দিয়েছি, হৃদয় থেকে বলেনি এমনিই ভাসাভাসা বলে দিয়েছে, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ সত্যতা নয়। সত্যতার কারণে যদি কিছু সহনও করতে হয় তাহলে তা' সহন নয়, বাহ্যিকভাবে যদিও বা মনে হতে পারে যে আমি সহন করছি কিন্তু সেটা তোমার খাতায় সহন করার শক্তি রূপে জমা হয়। নয়তো কি হয়, যদি কেউ সহন করার ক্ষেত্রে সামান্য একটুও দুর্বল হয়ে যায় তাহলে তার অসত্যের আশ্রয় অবশ্যই নিতে হয়। তো সেই সময় এমন মনে হয় যেন একটা অবলম্বন পাওয়া গেছে, ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু তার খাতায় সহনশক্তি জমা হয় না। তখন বাইরে থেকে (অগভীরভাবে) এমন মনে করবে যে, আমি খুব ভালো এগিয়ে চলছি, চতুরতার সাথে চলার দক্ষতা আমি জেনে গেছি, কিন্তু নিজের খাতা যদি দেখবে তো জমার খাতা অনেক কম হবে। সেইজন্য চাতুরীর সাথে চলো না। পরস্পরকে দেখেও কপি করে, এ' এইভাবে চলে তো না সেইজন্য এর খুব ভালো নাম হয়ে গেছে, এ' অনেক সামনে হয়ে গেছে আর আমি তো সততার সাথে চলি, তাই পরিণামস্বরূপ পিছনেই থেকে গেছি আমি। কিন্তু সেটা পিছনে থাকা নয়, সেটা সামনে এগিয়ে যাওয়া। বাবার সামনে, সামনে এগিয়ে যাও আর অন্যদের সামনে পিছনেও যদি দেখা যায় কিন্তু কাজ কার সাথে! বাবার সাথে নাকি আত্মাদের সাথে? (বাবার সাথে) তাহলে বাবার হৃদয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সমগ্র কল্পের প্রালব্ধে সামনে এগিয়ে যাওয়া। এছাড়া যদি এখানে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আত্মাদের কপি করো, তো সেই সময়ের জন্য তোমার নাম হয়, গৌরবান্বিত হও, যারা ভাষণ করে তাদের লিস্টে থাকো, সেন্টার সামলানোর লিস্টে থাকো, কিন্তু সমগ্র কল্পের প্রালব্ধ তৈরি হয় না। যেটা বাপদাদা বলে থাকেন পরিশ্রম করেছে, বীজ বপন করেছে, বৃক্ষ বড় করেছে, ফলও বেরিয়েছে কিন্তু কাঁচা ফল খেয়ে ফেলেছে, তো সদাসর্বদার জন্য প্রালব্ধের ফল শেষ হয়ে যায়। সুতরাং অল্পকালের নাম, যশ, খ্যাতির জন্য কপি ক'রো না। এখানে নাম নেই কিন্তু বাবার হৃদয়ে সামনের নম্বরে নাম আছে। সেইজন্য ডায়মন্ড যদি হতে চাও তো এই সব চেক করো। সামান্যতমও রয়্যাল রূপে ডায়মন্ডে দাগ লুকিয়ে নেই তো না? সুতরাং সত্যতার শক্তির দ্বারা দিব্যতাকে ধারণ করো। কিছু যদি সহন করতেও হয় তো ঘাবড়ে যেও না। সময় অনুসারে সত্য স্বয়ং-সিদ্ধ হবে। বলাও হয়ে থাকো না যে, সত্যের তরী দোলে কিন্তু ডুবে যায় না। সেক্ষেত্রে কুলের দিকেই তো নিয়ে যাবে, তাই না! নির্ভীক হও। যদি কোথাও তোমাদের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তো ব্রহ্মা বাবার জীবনকে সামনে রাখো। ব্রহ্মা বাবার সামনে দুনিয়ার সবরকম পরিস্থিতি তো ছিল, তদুপরি বাচ্চাদেরও ভ্যারাইটি পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু সংগঠনে থেকে এবং দায়িত্বে থেকে সত্যতার শক্তির দ্বারা তিনি বিজয়ী হয়েছেন। বাচ্চাদের নিত্য ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ব্রহ্মা বাবা দেখেননি কি? ব্রহ্মা বাবার সামনেও ভ্যারাইটি সংস্কারের আত্মারা ছিল, কিন্তু এত সব পরিস্থিতি থাকলেও সত্যতার স্ব-স্থিতি তাঁকে সম্পূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং তোমরা সবাই কী হবে? চাতুরী নেই তো না! খুব ভালো বলো তোমরা - আমি কিছু করিনি, সামান্য একটু চাতুরীর সাথে তো চলতেই হয়। কিন্তু কতক্ষণ? এখন, সহনশক্তি ধারণ করে অসত্যের মোকাবিলা করো। প্রভাবিত হয়ো না। কেউ কেউ মনে করে যে, আমি মহারথীদের মধ্যেও এমন কিছু দেখেছি না! তো ফলো তো মহারথীদের করতে হবে তাই না! ব্রহ্মা বাবা তো এখন সামনে নেই, মহারথীরা আছেন, তাঁদেরকে ফলো করেছি। কিন্তু যদি মহারথীরাও মিক্স করে, চাতুরীর সাথে চলে তাহলে সেই সময় মহারথী, মহারথী নয়। সেই সময় সে 'অশুভ শক্তির বশে' (গ্রহচারী) রয়েছে, মহারথী নয়! এই কারণে বাবা কী স্লোগান দিয়েছেন - ফলো ফাদার নাকি সিস্টার ব্রাদার? অতএব, সাকার কর্মে ব্রহ্মা বাবাকে সামনে রাখো, ফলো করো আর অশরীরী হওয়ার জন্য নিরাকার বাবাকে ফলো করো। যদিও ভালো ভালো বাচ্চারা রয়েছে কিন্তু তারাও ফলো ফাদার করে। তাহলে, তোমাদের কী করতে হবে? ফলো ফাদার। নিশ্চিত তোমরা?

নাকি ভাবো যে অল্প-স্বল্প অ্যাডভান্টেজ যা পাওয়া যায় নিয়ে নিই ভবিষ্যতে দেখা যাবে! কেউ কেউ এটাও ভাবে যে সত্যযুগে যদিও কম পদ পাবো কিন্তু সুখী তো হবোই। দুঃখ তো থাকবেই না। সব প্রাপ্তি তো হবে। যদি প্রজারও প্রজা হই তবুও অপ্রাপ্তি হবে না, সুতরাং এখন আনন্দ তো নিয়ে নিই, পরে দেখা যাবে। কিন্তু এই অল্পকালের আনন্দ-মজা, সাজা ভোগের ভাগী বানিয়ে দেবে। তাহলে, সেটা মঞ্জুর, সাজা ভোগ করবে একটু! সেই মজাও নিয়ে নাও? না!

তো তিনটি কথা স্মরণে রাখো - পবিত্রতা, সত্যতা আর দিব্যতা। এমনিই সাধারণ (মামুলি) বোল নয়, সাধারণ সংকল্প নয়, সাধারণ কর্ম নয়, দিব্যতা। দিব্যতার অর্থই হলো দিব্য গুণের দ্বারা কর্ম করা, সংকল্প করা, সেটাই হলো দিব্যতা। যেমন লোকে জিজ্ঞাসা করে না যে, পাপ কর্ম কাকে বলা হবে? তো তোমরা বলে থাকো যে, কোনো প্রকারের বিকারের বশবর্তী হয়ে কর্ম করা এটাই হলো পাপ। এই রকমই তো তোমরা ভাবো তাই তো? তো দিব্যতা অর্থাৎ দিব্য গুণের আধারে মন বচন আর কর্ম করা। তাহলে সত্যতার মহত্বকে জানলে তোমরা! (ড্রিল)

এক সেকেন্ডে নিজেকে অশরীরী বানাতে পারো? কেন? সংকল্প করলে আমি হলাম অশরীরী আত্মা, তো কতটুকু টাইম লাগলো? এক সেকেন্ড লাগলো তাই না? তো সেকেন্ডে অশরীরী, ডিট্যাচ আর বাবার প্রিয় - এই ড্রিল সারাদিনে মাঝে মাঝেই করতে থাকো। করতে পারো তো না? তো এখন সবাই এক সেকেন্ডে স্ব কিছু ভুলে একদম অশরীরী হয়ে যাও। (বাপদাদা ৫ মিনিট ড্রিল করালেন) আচ্ছা।

চতুর্দিকের সকল পবিত্রতার ফাউন্ডেশনকে সদা মজবুত রাখা, সদা সত্যতার শক্তির দ্বারা বিশ্বেও সত্যযুগ অর্থাৎ সত্যতার শক্তির ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়া সর্বদা সব সময় মন-বাণী-কর্ম তিনটিতেই দিব্যতাকে ধারণকারী, সদা ফলো ফাদার করবার ন্যাচারাল অভ্যাসী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

এই ড্রিলকে দিনের মধ্যে যতবারে বেশী করে করতে পারো করতে থাকো। এক মিনিটের জন্য হলেও করো। তিন মিনিট, দুই মিনিট টাইমও যদি না হয়, এক মিনিট, আধ মিনিট এই অভ্যাস করলে লাস্ট সময় অশরীরী হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহায্য করবে। অশরীরী হতে পারবে? এইমাত্রই অশরীরী হলে নাকি যুদ্ধ করতে, মেহনত করতে করতে টাইম শেষ হয়ে গেলো? সেকেন্ডে অশরীরী হতে পারো? অনেক কাজকর্ম রয়েছে, তাও করতে পারা যাবে? কঠিন নয় তো? ইউ. এন. এই তোমরা খুব ছুটোছুটি করছো তাহলে অশরীরী হওয়ার চেষ্টা করো, হওয়া সম্ভব? এই অভ্যাস যদি সময়ে সময়ে করো, তবে সেটা এমন ন্যাচারাল হয়ে যাবে যেমন শরীরের বোধে থাকাটা ন্যাচারাল। তার জন্য মেহনত করতে হয় কি যে, আমি হলাম অমুক, এই পরিশ্রম করতে হয় কি? ন্যাচারাল সেটা। তো এটাও ন্যাচারাল হয়ে যাবে। যখন ইচ্ছা অশরীরী হও, যখন ইচ্ছা শরীরে চলে এসো। ভালো কাজ এটা। এসো এসে এই শরীরের আধার নাও, আধার নিচ্ছি আমি আত্মা, সেটা ভুলো না। করে থাকা নয়, করিয়ে থাকা। যেমন অন্যদেরকে দিয়ে কাজ করাও না! সেই সময় নিজেকে আলাদা মনে করে থাকো তো না? সেই রকম শরীরকে দিয়ে কাজ করিয়ে থাকলেও আমি হলাম আলাদা, এই প্র্যাকটিস করতে থাকলে কখনোই বডি--কনশাসের কথাবার্তার মধ্যে স্থিতি উপরে নীচে হবে না। বুঝেছো?

বরদানঃ- স্নেহের সাগরে সমাহিত হয়ে 'আমার' ভাবের ময়লাকে সমাপ্তকারী পবিত্র আত্মা ভব

যে সদা স্নেহের সাগরে সমাহিত থাকে তার দুনিয়ার কোনো রকমের কথাবার্তা বা বিষয়ের সুদবুধ থাকে না। স্নেহে সমাহিত হয়ে থাকার কারণে সে সব বিষয় থেকে সহজেই পার হয়ে যায়। ভক্তদের বিষয়ে যেমন বলা হয় না যে এ তো একদম কোথায় হারিয়ে রয়েছে, কিন্তু বাচ্চারা সদা প্রভু প্রেমে ডুবে থাকে। তাদের দুনিয়ার স্মৃতি নেই, 'আমার' 'আমার' সব খতম। 'আমার' 'আমার' অনেক ময়লা বানিয়ে দিয়েছে, 'এক বাবাই আমার' তো সকল মলিনতাও সমাপ্ত। আর আত্মা পবিত্র হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্নকে গ্রহণ করা আর করানোই হলো হোলিহংস হওয়া।